দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমস্যায় জর্জরিত পুরান ঢাকার প্রাইমারি স্কুল

■ রাবেয়া বেবী

সমস্যায় জর্জরিত পুরান ঢাকার কোতোয়ালী থানার ৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষক ডেপুটেশনে। শিক্ষক কম হওয়ায় প্রায় সময় এক সাথে দুই শ্রেণীতে ক্লাস নেন এক শিক্ষক। আবার একই স্কুলে দুই স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণও চলছে। অফিস সহকারী, পিয়ন, আয়া ও নাইট গার্ড না থাকায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি চুরির ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। জরাজীর্ণ পুরানো স্থাপনায় চলছে শিক্ষা দান, যে কোন সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এবিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব সমস্যার সমাধান কবে হবে তা বলা যায় না।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে অন্যতম ছিল ২০১২ সালের মধ্যে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের হার বাড়লেও ২০১২ সালের এই সময়ে এসেও সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কোতোয়ালী থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না।

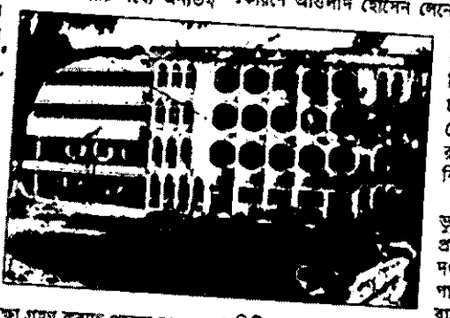

কোতোয়ালী থানায় প্রতিটি স্কুলে রয়েছে শিক্ষক সংকট। ১৯৯৫ সালে মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করা সুরিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও রয়েছে এ সমস্যা। মডেল স্কুলে প্রায় ৮৭৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ১৩ জন শিক্ষক। ২টি পদ শূন্য। এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয় থানার কোন স্কুল। একই কথা বলেন অনন্তময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহলা সুদীপ্তা আখন্দ। শাহলার মতে, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা সোয়া ২টা পর্যন্ত টানা ৯টি ক্লাস নেন প্রত্যেক শিক্ষক। আমাদের প্রধান সমস্যা শিক্ষক স্বল্পতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক নারী হওয়ায় ৬ মাস মেটারনিটি লিভ ও এক বছর পিটিআই ট্রেনিং হওয়াও তার প্রভাব পড়ে সবার ওপর। শাহলার স্কুলে বর্তমানে ৪০২ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩ জন শিক্ষক আছেন। রাজার দেউড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট আরো প্রকট। এখানে একজন শিক্ষককে একই সাথে দুই শ্রেণীতে ক্লাস নিতে হয়।

মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রহমান খান বলেন, শিক্ষক সংকটের চেয়ে তারা শ্রেণী কক্ষ সংকটে বেশি ভুগছেন। শিক্ষার্থীদের বড় অংশ সম্পূর্ণ ক্লাস না করেই বাড়িতে চলে যায়। ১৯৮৯ সালে রমনা রেলওয়ে হাই স্কুলকে অস্থায়ীভাবে সুরিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই থেকেই সেই স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এই স্কুলে। ফলে তাদের শিক্ষকগণও পোহাচ্ছেন নানা ভোগান্তি। ক্লাস চলে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা সোয়া ২টা পর্যন্ত। এর মধ্যে ১২টার সময় অন্য স্কুলের ক্লাসের জন্য তাদের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যেতে হয়। স্কুল স্থাপনা ভেঙে নতুন স্থাপনা করার কারণে আওলাদ হোসেন লেনের ফকির মোহাম্মদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রসন্ন পোদ্দার লেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলে যথাক্রমে ১৩নং নবাবা লেন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাজার দেউড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এমএলএসএস সংকটে ভুগছে প্রতিটি বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকদের অভিযোগ, দপ্তরি, দারোয়ান, নাইট গার্ডের কোন পদ সরকার রাখেনি। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে দারোয়ান ও আয়ার ব্যবস্থা করলেও নাইটগার্ড নেই। ফলে প্রায় প্রতিদিনই খোয়া যায় টয়লেটের বেসিন, ছুটির ঘন্টা, বাউন্ডারির স্তম্ভসহ নানা সামগ্রী। পুরান ঢাকায় থাকবে না পুরান স্কুল তাতো হয় না। এখনও জীর্ণশীর্ণ স্কুল ভবন নিয়ে আছে ছোট কাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহৎতুলি রেনেসাঁ প্রথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছোট কাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান জানান, দেয়ালে ফাটলের চিহ্ন স্পষ্ট। যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

কোতোয়ালী থানা শিক্ষা অফিসার রুমানা সাবির দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, শূন্য পদের জন্য ৩৬টি সহকারী এবং দুটি প্রধান শিক্ষকের জন্য তিনি আবেদন করেছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে শিক্ষক নিয়োগ হবে। এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকারের তিন বছরের অধিক সময়ে শিক্ষায় অগ্রগতি মন্দ নয়। তবে আত্মতুষ্টিতে ভোগার মতও নয়। এখনো সকল শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আসেনি।